টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শিক্ষান্তে বেকার না থাকিয়া টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।
(এখানে টাইপ করা হয়)

রামকৃষ্ণ টাইপ ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
(পণ্ডিত প্রেসের সন্নিকটে)

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৮ ইং 8th Sept. 1971 | ১৭শ সংখ্যা

॥ কাতরোক্তি—পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ॥

(বিশেষ প্রতিনিধি)

বিষে জর্জর সোনার বাংলার সারা দেহ আজ নীলাভ। যেন কোন এক দেবতার রুদ্ররোষ তাকে পেয়ে বসেছে। অভিশপ্ত দিন কাটাচ্ছে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তেরা—যাদের সংখ্যা ধনীর দুলালদের চেয়ে অনেক গুণে বেশী।

রাজনীতির গেণ্ডুয়া খেলায় আপনার বা আপনার পুত্রের প্রাণটা বেঘোরে যাচ্ছে। ছেলেকে পাঠাচ্ছেন স্কুলে-কলেজে, নিজে যাচ্ছেন কর্মস্থলে বাড়ি হতে বিদায় নিয়ে। ফিরে এলে পরিজনদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে; না এলে অশরীরী হয়ে শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পান।

বাঁধা পয়সার কাজ করে দিন চালাতে পারছেন না? নিত্যব্যবহার্য অপরিহার্য সামগ্রী অগ্নিমূল্য। কালো পয়সা যাদের হাতে, তারা পরোয়া করে না। কালো সব রং শুষে নেয়। তাই কালোকে ধরতে পারা যাচ্ছে না।

বন্ধ কারখানাই খোলে না; প্রসারের কী কথা? শিল্পোৎপাদন বিপর্যস্ত। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অন্যত্র গতি। আর সরকারী বিনিয়োগেও মন্দা ভাব। কপাল মন্দ বাঙালী যুবকদের। কাজ নাই যেহেতু কর্মসংস্থানের নূতন নূতন দিক খোলা হচ্ছে না। যদি বা এক আধটা 'ইনটারভিউ' পাচ্ছে, পিছন দরজাতে ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে আগেই।

ইস্কুল-কলেজের লেখাপড়ার কথা তুলে কী লাভ? জ্ঞান-গরিমায় শীর্ষস্থানীয় বাঙালী কিছুদিন পর অতীতের কথায় পরিণত হবে। টেবিল-বেঞ্চি ভাঙ্গা, আগুন লাগান, আর নকল করে পাশ করা—এই হচ্ছে এখনকার শিক্ষার নয়া দীক্ষা। বলা হচ্ছে নকশালী কাণ্ড—যা সত্যের অপলাপ মাত্র।

একাত্তরের দীর্ঘস্থায়ী বন্যা আর লাগাতার বৃষ্টি ঘরবাড়ি ধ্বসিয়ে দিলে অধম আর মধ্যমদের (উত্তমদের প্রাসাদকে নয়)—ক্ষেতের ফসল পচিয়ে দিলে (উত্তমদের পাঁচ বছর চলবার ফসল মজুদ আছে)—এক কোটি বাঙালীকে বিপন্ন করল—দিনমজুরের কাজ বন্ধ করেছে। উপবাসক্লিষ্ট শিশু কাঁদছে—টনটন করা বুকের ব্যথা নিয়ে মায়েরা চড় লাগাচ্ছেন ঠাস্ ঠাস্। ক্ষিদের কথা বলা অপরাধ সর্বত্রই। থালা-ঘটি চলে গেছে সমাজবন্ধু কুসীদজীবীর কাছে এক আধ বেলার পেটের ভাবনায়। বিপর্যস্ত সড়ক যোগাযোগকে মওকা পেয়েছেন অনেক সমাজসেবী ব্যবসায়ী। আগের জমারাখা (গোপন) পণ্য 'নাই নাই' কিংবা 'বেশী দামে কিনেছি' বলে ক্রমলম্ফমান দরের তিলক এঁটে ছাড়া হচ্ছে। আবার বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ভাঙ্গলে অনুদান পাবেন কেন? বন্যার্ত হন নি তো!

বিদ্যুৎ বিভ্রাট আজ আর চমক লাগায় না। ওটা গা-সহা হয়ে গেছে। তার চুরি চলেছে—চলছে—চলবে; ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি—হচ্ছে না—হবে না। কেরোসিন বাজারে নেই; আছে গোপন কক্ষে। আপনি পাবেন না; যেহেতু বিক্রেতাটি আপনার কাছ থেকে সামনা-সামনি বেশী দাম নিতে লজ্জা পাচ্ছে আপনি একদিন তার চরম উপকার করেছেন বলে। তাই আধ-পোড়া মোমবাতি দেখিয়ে আপনাকে বিদায় দেওয়া হল। অথচ বেশী দামে অন্যকে বিক্রি করা হল মাত্র ৬ দিন আগে।

পূজোর ১৮।১৯ দিন বাকি। কী ভাবছেন? কাপড়-চোপড়ের (সুন্দরবনের পয়দা তুলোয় কারও পূজোর তত্ত্ব হল বলে গোঁসা?), একটু ভালমন্দ খাবারের ('ভীপ্'-দের এক একজনের ঝটিকাসফরে হাজার হাজার টাকা এই বাবদে গলে যায় বলে আফশোষ?), দিন চারেকে স্বাচ্ছন্দ্যের (স্বাচ্ছন্দ্যেই যাদের জীবন গড়া তার জন্যে ক্ষোভ?) —ব্যবস্থা করবেন কী করে?

মুমূর্ষু এ রাজ্যের কাতরানিতে তার হেকিম আর পরিজনেরা যদি বলেন—**'তফাৎ যাও, সব্ ঝুঠ্ হ্যায়'**—আশ্চর্যের কী আছে?

রামদা-র আঘাতে চোর জখম ও ধৃত

সম্প্রতি গভীর রাত্রিতে ফরাক্কা থানার নূতন মমরেজপুর গ্রামের রফিজুদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ীতে চোরে সিঁদ কাটে। সিঁদ কাটার শব্দ পেয়ে গৃহস্বামী গোপনে সিঁদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। চোরটি ঘরের ভিতরে হাত প্রবেশ করালে হাতের উপর দু'টি রামদা-এর কোপ দেয়। ফলে চোরটির হাত সাংঘাতিকভাবে জখম হয় কিন্তু সে তখন কোন রকমে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল তদন্ত করে চোরটিকে গ্রেপ্তার করে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিলম্ব কেন ? ॥

আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—এই ত্রিতাপ দুঃখ লইয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিঝড়, খরা ও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখ মানুষ যাহা পায়, তাহাতে তাহার কোন হাত নাই। অর্থাৎ ইহারা মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। আর্য-যুগে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার কল্পনা ও তাঁহাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান আধিদৈবিক কষ্টের কেন্দ্রীভূত কারণ। প্রথম ধর্ম্মের সূচনা আত্মরক্ষার তাগিদেই।

যাহা হউক, বন্যা একটি আধিদৈবিক কষ্ট তাহাতে কোন দ্বিমত নাই। হাত নাই বলিয়া কিন্তু মানুষ বসিয়া থাকে নাই। তাই বিজ্ঞানের সার্থক জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বন্যানিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। আগে নীলনদের বন্যায় মিশর, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হল্যাণ্ড বিপর্যস্ত হইত। কিন্তু নানা পদ্ধতিতে তাহা নিবারণ করিয়া উল্লেখিত দেশগুলিকে বসবাসযোগ্য ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হইয়াছে। এমন কি চীনের দুঃখ বলিয়া যে হোয়াংহো নদীর বিশ্বপরিচিতি ছিল, আজিকার চীনে আর তেমন নাই।

আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবার বন্যা কবলিত হইতেছে। কিছু কিছু জেলায় বন্যাজনিত ক্ষয় ও ক্ষতি প্রতি বৎসর হইতেছে। বিগত আড়াই দশক ধরিয়া বন্যার ধ্বংসলীলা কাহারও অবিদিত নয়। নদীগুলি ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে, বড় বড় বিল ভরাট হইতেছে; রাস্তা বাঁধ জলপ্রবাহের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়াছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করার কথা ভাবা হইয়াছে। তবে ঐ সব প্রকল্পগুলি কল্পলোকের বিষয় কিনা এবং তাহাদের রূপায়ণে কোটিকল্পকাল অপেক্ষা করিতে হইবে কিনা—এই ভাবনাই এখন প্রধান।

গত ১৯৬৯ সালের বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডব এখনও মনে টাটকা হইয়া আছে। মানুষ, গবাদি-পশু প্রভৃতির মৃত্যুর কথা আমরা জানি। জমির ফসল ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পরিসংখ্যান দপ্তর হইতে অনায়াসে বলিয়া দেওয়া যায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, বন্যাত্রাণে সরকার কত আর্থিক বরাদ্দ করেন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে স্কীম নেওয়ার কথা। কিন্তু স্কীমগুলি চালু হইবার পথে কোথায় বাধা এবং কেনই বা বাধা তাহা বলিতে পারা যায় না।

মাঝে মাঝে সংবাদ শুনা যায়, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করিতেছেন। জনগণ জানিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার অবসিত হইতে চলিয়াছে। ভিতরের কথা অন্যরূপ। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন কেন্দ্রের নির্দেশে। পরিকল্পনা কেন্দ্রে গেল। সেখানে তাহাকে নানাখাতে প্রবাহিত হইতে হয়। রাজ্য সরকারের এই কর্ম-সূচীকে প্রথমে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন তাহার পর সেচ-দপ্তর যদি 'সবুজ বাতি' দেখান, তবে তাহা যোজনা কমিশনের অনুমতির অপেক্ষায় থাকে। যোজনা কমিশন অনুমোদন করিলে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুমোদনের প্রশ্ন আসে। ইহা সুসম্পন্ন হইলে সেচ-দপ্তর কাজে হাত দেন। যোজনা কমিশনের ছাড়পত্র না পাইলে সংশোধন করার প্রশ্ন আসে। নদী যেমন পর্বতগাত্র হইতে বাহির হইয়া ধাপে ধাপে নামিয়া সমতল প্রদেশে গতির সাবলীলতা লাভ করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী রূপায়ণে কার্যত সেই রকমই হইতেছে।

এবারের বন্যায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনীপুর জেলাগুলি ও বর্দ্ধমান জেলার অংশবিশেষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে ইহার তাণ্ডব স্মরণকালের মধ্যে হয় নাই। ইহার এমন দীর্ঘ-স্থায়িত্ব কখনও শুনা যায় নাই। তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এই রাজ্যে অত্যন্ত বেশী। এক কোটি মানুষ আজ বন্যাবিপন্ন; ইহা কে ভাবিতে পারে? সংবাদে জানা যায়, ১৯৭২ এর মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠনের কথা কেন্দ্র বলিয়াছেন। আমাদের কথা এই যে, কর্মসূচী যাহাতে বাস্তবায়িত হয়, কেন্দ্রকে দৃঢ়হাতে দূর করিতে হইবে। সাধারণ মানুষের রক্তজল করা অল্প পয়সায় সামান্য স্থাবর সম্পত্তিটুকু বার বার বিনষ্ট হইলে তাহা মৃত্যুর সমান ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীএ, এল, ডায়াস রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সহিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন। তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কারিগরী কমিটি গঠন করার প্রস্তাব কেন্দ্রকে দিবেন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সুখের সংবাদ সন্দেহ নাই। অধিকতর সুখের হইবে কাজ যদি দ্রুত আগাইয়া যায়।

বন্ধ হোক্ 'বন্ধ'

জ. দ.

আজ জঙ্গিপুর বন্ধ, কাল বহরমপুর বন্ধ, পরশু হাওড়া বন্ধ, পরদিন সারা পশ্চিমবাংলা বন্ধ। এই বন্ধের ঠেলায় অস্থির। জনজীবন বিপর্য্যস্ত। কত বন্ধ আর পালন করা যায়? তবুও আমাদের তা করতে হচ্ছে কারণ ভয়ে। ভয় এমন বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে যদি গোটা দশেক চ্যাংড়া ছেলে এসে বলে যে—"মশায়, আপনার দোকানটা আজ বন্ধ রাখতে হবে; তখুনি আপনি বন্ধ করে দেবেন দোকান। কারণ যদি ছেলেরা দোকানটার কিছু ক্ষতি করে দেয়, এই ভয়ে। ভয়ে বন্ধ করা আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ পালন করা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। যাঁরা বন্ধের ডাক দেন, তাঁদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব নাই। তাঁরা একদিন কেন দশদিন বন্ধের ডাক দিলেও তাঁদের ক্ষতি কিছু হবে না। বরং তাঁদের একটু বিশ্রাম বা দিবানিদ্রার সুব্যবস্থা হবে। আর যাঁরা চাষী, মজুর, কুলী, শ্রমিক, রিক্সাচালক তাঁদের কী অবস্থা ভেবে দেখেছেন কী? তাঁরা কি খাবেন সেদিন! এমনিতে তো তাঁরা যা পান পারিশ্রমিক, তাতে তো দিন চালানোই ভার, তার উপর যদি বন্ধের দিন কিছু না জোটে, তবে কী অবস্থা তাঁদের?

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্ধ হোক 'বন্‌ধ'

২য় পৃষ্ঠার পর

অথচ যাঁরা বন্ধ ডাক্ দেন তারাই নাকি এঁদের নেতা। এঁদেরই সুখ সুবিধা বাঁচা মরার একমাত্র ভরসাস্থল। সত্যি সেলুকাস—কী বিচিত্র এই দেশ।

আর এই বন্ধের ডাকে যে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে, তাতে দেশ গড়ার কাজে ক্ষতি ছাড়া আর কী। বর্ত্তমানে দেশে বন্যা, শরণার্থী আগমন, রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান অবস্থায় যে "বাংলা বন্ধের" ডাক দেওয়া হয়েছে, তাতে জনসাধারণ কতখানি স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে সহযোগিতা করেছে তা নেতারাই উপলব্ধি করতে পারছেন। আর এই "বন্ধ" ডাকার ফলেই বা তাঁরা অর্থাৎ নেতারা কীই বা সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে পারলেন তা তাঁদেরই বিবেচ্য।

মোট কথা, "বন্ধ ডাক দেওয়ার" নেতারা তাদের কেরামতি দেখানোর জন্য মুহুর্মুহু বন্ধের ডাক দিচ্ছেন এবং জনজীবনকে স্তব্ধ করে নিজেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন এবং এর ফলে যে সমস্ত নিম্নস্তরের শ্রমিক, চাষী, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন কাজের ব্যাঘাতে তাঁদের রুজি রোজগার থেকে বঞ্চিত করে সেদিন অনাহারে থাকতে বাধ্য করছেন, তাদের অভিশাপ থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারছেন কী? সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে "বাংলা বন্ধ" ডাক দেওয়ার যথার্থ সার্থকতা কোথায়? তাই এবার থেকে আমরাও নেমে পড়ি আন্দোলনে "বন্ধ হোক্ বন্‌ধ"।

সম্প্রতি চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই বলেছেন যে, তাই ওয়ানকে রাষ্ট্রসংঘ হতে সরান না হলে চীন রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেবে না।

—তাই ওয়ান (এক)-কে অস্বীকার, আর একেকে শিকার করতে!

* * *

বন্যায় বৃষ্টিতে খাবার যোগাড়ে নাজেহাল কাতুখুড়ো ৫, ৯, ১১ তারিখে রাত্রিতে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত সমীক্ষায় ইলিশের জবর খবর শুনে মন্তব্য করলেন—

'কথ্য বাংলায় একেই বলে **কুচ্ছুর্য্যা**'।

* * *

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী—'জাতি গঠনে নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রয়োজনের কথা সমাজকে ভাবতে হবে'।

—সরকার যেমন ভেবে আসছেন শিক্ষা ও শিক্ষকের কথা, সমাজও তেমনি ভাবে বৈকি। আর তারই জন্যে ইংরাজ শাসনে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে শিক্ষায় ছিল দ্বিতীয় স্থানে এখন দ্বাদশ স্থানে **কী অগ্রগতি!**

* * *

'ইয়াহিয়া সম্বন্ধে লিখছেন না কেন?' —প্রশ্ন

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

পুজোর বাজার করবেন তো এদিক ওদিক ঘুরছেন কেন? সোজা চলে যান—খেলা ঘর

এক ছাদের তলায় সব পেয়েছির দেশ। সকলের মনের মত খেলাঘর। যেমন সস্তা, তেমনই পছন্দসই।

খেলা ঘর, রঘুনাথগঞ্জ

জঙ্গিপুর সংবাদ

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪.০০ চারি টাকা, শহরে ৩.০০ তিন টাকা
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা। আজই গ্রাহক হউন।

হর্ষবর্দ্ধন

৩য় পৃষ্ঠার পর

—ইয়া আল্লা! উঅহ্ তো হিঁয়া নহী। অব্ ম্যাঁয় ক্যা লিখুঁ ?

* * *

এখানকার সমাজতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে মৎপুত্র হাবার ধারণা—
এ সরকারে **'সমাজ-ভ-আন্ত্রিক'** ব্যাপার মাত্র।

বর্ষণের শিকার

গত ২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণে বাড়ীর দেওয়াল সমেত চাল চাপা পড়িয়া সাগরদীঘি থানার ভূমিহর গ্রামের টুনু রবিদাসের চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র মারা গিয়াছে। এই গ্রামের অধিকাংশ মাটির বাড়ী ধ্বসিয়া গিয়া অনেক লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। প্রবল বর্ষণের জন্য দিন মজুরদের খাটুনিও নাই। অঞ্চল রিলিফ কমিটি ইহাদের সাহায্যের জন্য আট কুইন্ট্যাল গম সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু "বন্যার্ত্ত নহে" বলিয়া এই হতভাগ্যেরা অনুদান পাইতেছে না। প্রবল বর্ষণে গ্রামাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের প্রতি নজর দেওয়া দরকার।

B. S. F. এর বিরুদ্ধে মামলা

গত ২৫শে আগষ্টের জঙ্গিপুর সংবাদে "দুই পক্ষে সংঘর্ষ পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত" প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে ঐ মালবাহী নৌকা থেকে লবঙ্গ, মিল্ক পাউডার, পাকিস্থান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টারীর তৈরী ৪০টি কার্তুজ প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে।

এদিকে কিন্তু অপরপক্ষ চাঁদপুর হাটের নীচে গঙ্গার পলি থেকে দু'টি রাইফেলের কার্তুজ (ভারতীয়) পেয়ে B S. F ষ্টাফদের বিরুদ্ধে মার্ডার কেস দায়ের করেছে।

জানিনা B. S. F. গুলির হিসাব কিভাবে মিলিয়ে দিল!

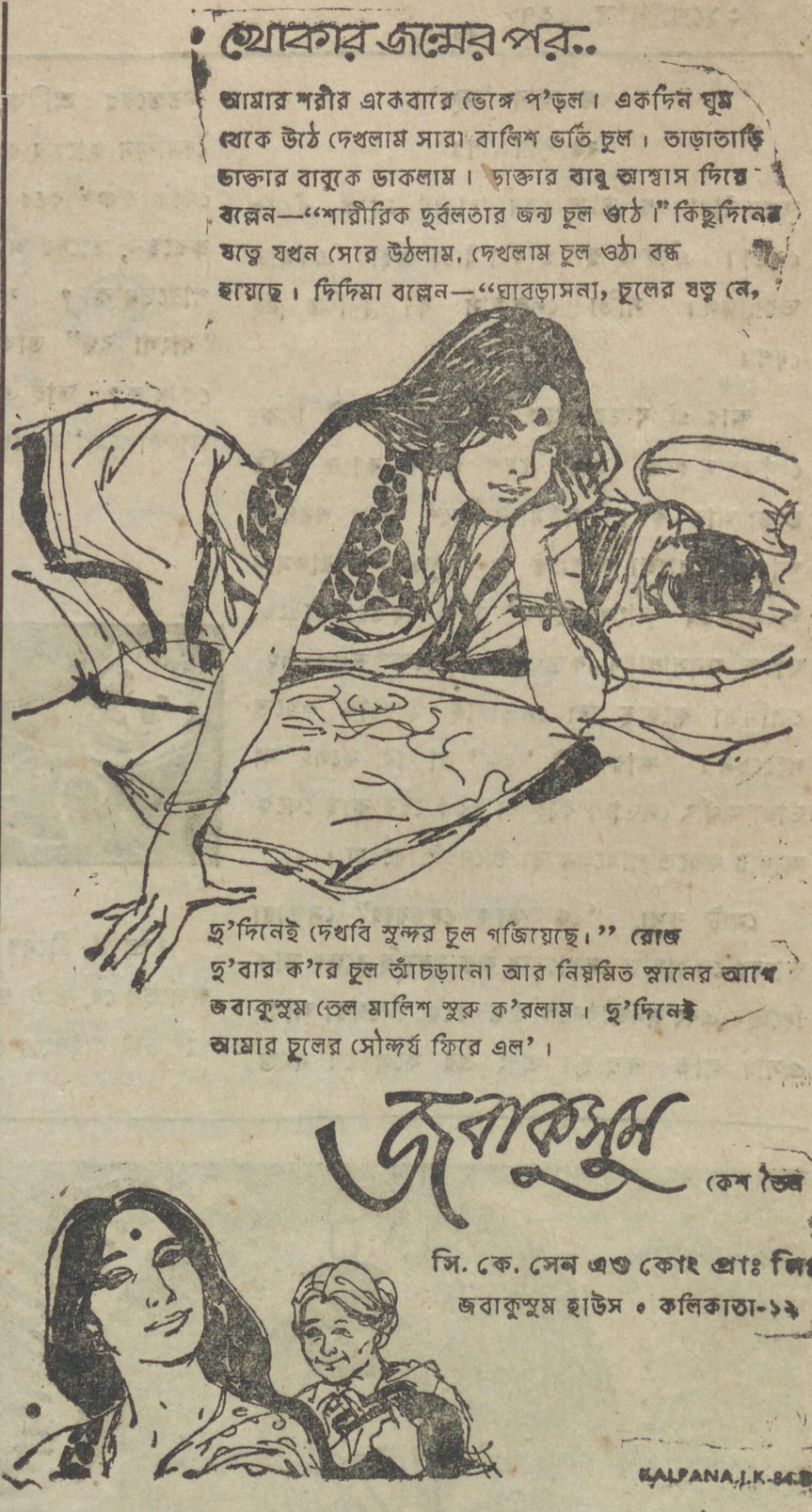

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

৮ মনি/৭০ ডিঃ লক্ষ্মীবালা কর্ম্মকার দেঃ মিলন মির নাঃ দিং পক্ষে কোর্ট গার্জেন বাবু অশোকরঞ্জন দাস দাবি ১৭৪৫'৯৮ থানা সাগরদীঘি মৌজে ব্রাহ্মণীগ্রাম ১৯০ শতক কাত ১২'৮০ পয়সা মধ্যে ৩০ শতক কাত পরতামত ২'১৫ আঃ ৬০০৲ খং নং ৩৪১ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১৫ শতক কাত ১'২৫ পয়সা তদুপরিস্থিত গৃহাদি মায় কপাট চৌকাঠ সহ আঃ ৫০০৲ খং নং ৪৬১ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ২১ শতক কাত ১৭ পয়সা আঃ ৫০০৲ খং নং ১৮২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নির্বাচক-নিবন্ধন নিয়মাবলী, ১৯৬০

নিদর্শ ৫

(১০ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ সম্পর্কে নোটিশ

৪৮ জঙ্গিপুর বিধানসভা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচকবৃন্দ

সমীপেষু—

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে নির্বাচক নিবন্ধক নিয়মাবলী, ১৯৬০, অনুসারে নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং উহার প্রতিলিপি আমার অফিসে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে তে অফিস খোলা থাকিবার সময় পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাইবে।

যদি তালিকায় কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন দাবি বা কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন আপত্তি বা কোন লিখনের অন্তর্গত বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকে, তবে তাহা ৩০/৯/৭১ তারিখে বা তৎপূর্বে উপযোগিতা বিবেচনায় ৬, ৭, বা ৮ নিদর্শানুযায়ী জানাইতে হইবে।

ঐরূপ প্রত্যেক দাবি বা আপত্তি হয় আমার অফিসে অথবা সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ও-র নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে কিংবা যেন পূর্বোক্ত তারিখের মধ্যেই আমার নিকট পৌছায় এইভাবে ডাকযোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রভাতকুমার নিয়োগী
নির্বাচনিক-নিবন্ধন আধিকারিক
ঠিকানা—৪৮ জঙ্গিপুর বিধানসভা
ও
মহকুমা-শাসক, জঙ্গিপুর
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা—মুর্শিদাবাদ

তারিখ—১।৯।৭১

জঙ্গিপুর সংবাদ শারদীয়া সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন—

প্রভাতকুমার গোস্বামী, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শতদল গোস্বামী, নুরুল ইসলাম মোল্লা, সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল প্রমুখ।

কবিতা—

বনফুল, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মনীশ ঘটক, কুমারেশ ঘোষ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সৈয়দ খালেদ নৌমান, শম্ভুনাথ সরকার, পুলকেন্দু সিংহ, কবিরুল ইসলাম আরও অনেকে।

নাই কেরোসিন—নাই কয়লা

বন্যায় ও বৃষ্টিতে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বাহির হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই শহরে আসিতে পারিতেছে না। কেরোসিন, কয়লা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের টান পড়িয়াছে। এখানে খোলাবাজারে কেরোসিন পাওয়া যায় না। কয়লার ডিপো শূন্য। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। ধুলিয়ান অঞ্চলে কেরোসিন প্রতি লিটার তিন টাকায়

বিক্রয় হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখানে কোক কয়লারও দর বাড়িতেছে। অন্যান্য জিনিসের মূল্যমান বাড়িয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি মেরামত করার উপায় থাকিলে অবিলম্বে তাহা করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে দুর্গতি আরও বাড়িবে।

বৃষ্টি নিয়ে আর কাব্য চলে না

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টি নিয়ে আর কাব্য চলে না। —যখন
নদীবুক বেসামাল, ভুঁই-এ ডাকে সাথার পাথার,
আনাচে কানাচে ঢোকে—বন্যার জল
মাচানটাও ছুঁই ছুঁই—ঢল নামে দাওয়ার ভিতর।

কোনমতে দিন কাটে জলে ভিজে আর জল সিঁচে,
রাত বুঝি অনেক প্রহর—বসি এক কোণে
হারায়ে চোখের নিদ্—গুণিতেছে হাজারো মানুষ।
—কখন বা ভেঙ্গে পড়ে ঘরের পাঁচিল দুরন্ত প্লাবনে।

আকাশের চোখ হতে ঝরে পড়া কান্নার জলে
ভেসে যায় নদীনালা মাঠঘাট ঘরের উঠান
নষ্টনীড় মানুষের বুক ভাঙে বেদনা পাথার
অশ্রুবাষ্পে ঢাকা পড়ে বৃষ্টি ভেজা বিধুর বয়ান।

উঠানে তরঙ্গ উঠে—লোনা লেগে পাঁচিলটা হয় পড় পড়
দুর্গত মানুষের বুক ও পাঁজর কাঁপে বেদনায় হয়ে ভর ভর।

জন-জিজ্ঞাসা

ইহা কি সত্য যে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি, ডি, ও মহোদয়ের অফিস হইতে বিড়ি শিল্পের সাহায্যকল্পে কিরণকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ৩১-৩-৬৭ তারিখের ২৫/৬৬-৬৭ নং বণ্ড মূলে ১০০·০০ একশত টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল?

কিরণ বাবুকে তো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বলিয়াই আমরা জানি। সাইড বিজিনেস হিসাবে বেবী ফুডের কেনাবেচাও করিয়া থাকেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু বিড়ি বাঁধিতে বা বাঁধাইতে তো দেখি নাই। তবে ভদ্রলোক সদালাপী—বিশেষতঃ সাহেব সুবাদের সঙ্গে খাতির জমাইতে ও সাহায্য আদায়ে পটু। খাতির থাকিলে না হয় কি?

ইনিই কি সেই ভদ্রলোক—যিনি একই অফিস হইতে গত ৩১-৩-৬৯ তারিখে অপর এক পরিকল্পনায় (কৃষিঋণ হিসাবে) ৪০০·০০ চারিশত টাকা ঋণ বাবদ পাইয়াছেন?

এই কিরণ বাবুর স্ত্রীই কি পদ্মা চক্রবর্ত্তী যিনি 'ষ্টারভেসন জি, আর' পাইয়া আসিতেছেন?

কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত তথ্য জানাইলে দুস্থ জনসাধারণ সাহায্য ও বিভিন্ন খাতে ঋণ পাইবার উপায় বা কৌশল জানিয়া উপকৃত হইবেন। —সংবাদদাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেস, হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত